সংবাদ বিশ্লেষণ:

শিকড়বিহীন মানুষ

মূল রচনা: ইনাম আহমেদ ও শাখওয়াত লিটন
প্রকাশ: ডেইলি স্টার, ২৮ আগস্ট, ২০১৭
ভাবানুবাদ: মো. মজিবুল হক মনির, কোস্ট ট্রাস্ট

মায়ানমারে সাম্প্রতিক রোহিঙ্গা হত্যাযজ্ঞ, সর্বশেষ হানাহানি এবং চলমান গণহত্যার প্রতি বিশ্বের প্রতিক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশটির এই জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করার ঝুঁকি তৈরি করেছে। এখন মনে হচ্ছে রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই, মহান অনেক সভ্যতার মধ্যে থাকা একটি দেশে এমন গণহত্যা বন্ধ করার যেন কেউ নেই।

উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, রোহিঙ্গা সঙ্কটের ফলে সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতেই সন্ত্রাসবাদের সংকট সৃষ্টির আশংকা তৈরি হচ্ছে। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর প্রতিক্রিয়ায় সত্যিকার অর্থেই এই উদ্বেগ প্রতিফলিত হয় না।

মনে হচ্ছে নতুন করে শুরু হওয়া এই হত্যাকাণ্ড জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কোফি আন্নানের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেনের প্রতি চপেটাঘাত। তাঁর নেতৃত্বাধীন কমিশনের প্রতিবেদনটি প্রকাশের একদিন পরেই এই হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। প্রতিবেদনে দাঙ্গার জন্য দায়ী করে মায়ানমারের উপর ব্যাপক চাপ প্রয়োগ করা হয়, রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব দেওয়া ও চলাচলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

মায়ানমারের সাম্প্রতিক এই আগ্রাসী আচরণ অন্তত দু'টি ঘটনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। এই বছরের মার্চ মাসে, রাশিয়ার সমর্থনে চীন মায়ানমারের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের একটি বিবৃতি আটকে দিয়েছে। মাত্র এক মাস আগে, জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থা রোহিঙ্গা মুসলমানদের গণহত্যা এবং ধর্ষণের জন্য দেশটির সামরিক বাহিনীকে অভিযুক্ত করেছিল। সংক্ষিপ্ত সেই সংবাদ বার্তায় জাতিসংঘ মানবাধিকার কর্মীদেরকে মায়ানমারে প্রবেশাধিকার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করতে চেয়েছিল।

তার পর মে মাসে মায়ানমারের ক্ষমতাসীন দলের প্রধান অং সান সু চি চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিংপিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে চীনের পক্ষ থেকে মায়ানামারের অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা হবে বলে আশ্বস্ত করা হয়। সেই সাক্ষাতের সময় রোহিঙ্গা সম্পর্কে কোন উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় নি, অন্তত প্রকাশ্যে তো নয়ই।

আজ চীন প্রকৃতপক্ষে একটি বিশ্ব শক্তি এবং এই অঞ্চলের শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের মূল চাবিকাঠি। মায়ানমারের উপর দেশটির একটি বড় প্রভাব রয়েছে। যখন এই শক্তিশালী দেশটি মায়ানমারের প্রতি এইরকম সহৃদয় সমর্থক মনোভাব দেখায়, তখন রোহিঙ্গাদের দুরবস্থার কথা আড়ালে চলে যায়।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা, বিপন্ন প্রজাতি রক্ষা, বিশ্বের সঙ্গে চীনের সঙ্গে সংযোগকারী ওয়ান বেল্ট ওয়ান ইনিশিয়েটিভ নামের বিশাল যোগাযোগ প্রকল্পের মতো অনেকগুলি কারণে চীন আজ বিশ্বব্যাপী নেতৃত্বের স্থানে অধিষ্ঠ। কিন্তু মায়ানমারের বিষয়ে দেশটির ভূমিকা ধোয়াশাপূর্ণ।

অন্যান্য দক্ষিণপূর্ব এশীয় প্রতিবেশী দেশ, যারা এখন পর্যন্ত নিজস্ব বেষ্টনীর মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রেখেছেন, তারাও শিখড়বিহীন মানুষের বিপদ উপলব্ধি করতে পারছে। কোফি আন্নান কমিশন

স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে ‘উত্তরাঞ্চলীয় রাখাইন রাজ্য চরমপন্থীদের জন্য উর্বর ভূমি হতে পারে, যেহেতু স্থানীয় সম্প্রদায় চরমপন্থীদের আক্রমণের কারণে বিপদাপন্ন হয়ে পড়ছে।’

মে মাসে থাইল্যান্ড রোহিঙ্গা বিষয়ে আলোচনা করার জন্য একটি আঞ্চলিক সম্মেলন আয়োজন করে, যেখানে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ অংশগ্রহণ করেন। উদ্ধত মায়ানমার সেখানে প্রতিনিধি পাঠায়নি।

তাদের প্রধান উদ্বেগ ছিল মায়ামারের নৌকাবাসী সেই সব মানুষ, যারা নিপীড়ন থেকে বাঁচতে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা তাদের দেশে এসব রাষ্ট্রহীন মানুষদেরকে আশ্রয় দিতে চান না। আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে এসব দেশ নৌকায় ভাসমান এসব মানুষকে তাদের দেশে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে। কেবলমাত্র ফিলিপিন্স, গণহত্যার স্থান থেকে বেশ দূরের দেশ হয়েও ঘোষণা করেছে যে এটি রোহিঙ্গাদেরকে তাদের দেশে প্রবেশের অনুমতি দেবে।

থাইল্যান্ডের বৈঠকের আগে, জানুয়ারিতে কুয়ালালামপুরে তার সদস্য দেশগুলোর পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এক সম্মেলনে ওরগাইনেজশন অফ দ্য ইসলামিক কো-অপারেশন (ওআইসি) নিরাপত্তা বাহিনীকে আইনের শাসন অনুযায়ী কাজ করতে এবং সহিংসতায় জড়িত সকল অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে মায়ানমারের প্রতি আহ্বান জানায়। সংগঠনটির পক্ষ থেকে মায়ানমারের প্রতি আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী তার বাধ্যবাধকতা মেনে চলার এবং রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সকল সহিংসতা ও বৈষম্য বন্ধ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানানো হয়।

শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য এবং আশ্রয়ের জন্য কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই আন্তর্জাতিক উদ্যোগগুলো থেমে গেছে, যদিও নিপীড়ন চলছেই।

আর তাই বাংলাদেশে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ চলছে, কারণ আমরা তাদের নিকটতম প্রতিবেশী। এই পর্যন্ত প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এর ফলে অস্বাভাবিক ভীড় সম্পন্ন রোহিঙ্গাদের ক্যাম্পগুলোতে অবস্থান করা আরও বেশি জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এ অবস্থা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা হুমকি তৈরি করেছে।